দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 MAR 2012 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বিজ্ঞান শিক্ষার দৈন্যদশা

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে উদ্বেগজনকভাবে। একটি ইংরেজি দৈনিকের খবর হইল, বরিশাল শিক্ষাবোর্ড ১৫২টি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। কেননা নিয়ম অনুযায়ী বিজ্ঞান, বাণিজ্যিক বা মানবিক যে কোন বিভাগ চালু রাখিতে হইলে প্রতি শিক্ষাবর্ষে অন্তত ২৫ জন নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী দরকার। কিন্তু ঐসব কলেজের উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে তাহার চাইতেও কম। এই প্রেক্ষিতে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর বিমল কৃষ্ণ মজুমদার জানাইয়াছেন যে, এজন্য বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। তাহাদেরকে নিকটবর্তী কলেজে স্থানান্তর করা হইবে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিবেচনা করিয়া দেখিবে। তবে তাহারা চাকুরিচ্যুত হইবেন না। ইতিমধ্যে উজিরপুরের হাজী তাহেরউদ্দিন ইসলামিয়া কলেজ, বরিশাল সদর উপজেলার মহানগর কলেজ ও ঝালকাঠি জেলার শিরযুগ আজিমুন্নেসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষার অনুমোদন রোহিত করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

বরিশাল বিভাগে মোট কলেজসংখ্যা ২৫৬টি। তন্মধ্যে দেড় শতাধিক কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থী সংকট বড় উদ্বেগেরই বিষয়। যেখানে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষিত মানবসম্পদ ও বিজ্ঞানমনস্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার সেখানে এই পরিস্থিতিকে বিপজ্জনকই বলা যায়। বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কেন কমিয়া যাইতেছে তাহা নির্ণয়ের আগে এইসব কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ বন্ধের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। এগুলির অধিকাংশ কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৬ হইতে ২৪-এর মধ্যে। কিন্তু নিয়মের বেড়াজালে পড়িয়া এই কলেজেও বিজ্ঞান বিভাগ বন্ধের আওতায় পড়িয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় হয় এই নিয়মটি বিজ্ঞান বিভাগের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিল করা যাইতে পারে। নতুবা শিক্ষার্থী বৃদ্ধির জন্য কয়েক বৎসর সময় বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাড়াহুড়া করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফল কখনই শুভ হয় না। যখন এসব কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ খুলিবার অনুমোদন দেওয়া হয়, তখন সকল শর্তই পূরণ করা হয়।

গত বৎসর ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, আট বৎসরে আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়াছে ৩১ দশমিক ৩৩ শতাংশ। আশির দশকেও পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল। ১৯৮৮ সালের হিসাব অনুযায়ী এসএসসি পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর ৪১ দশমিক ৩৫ শতাংশই ছিল বিজ্ঞান বিভাগের। সেখান হইতে আমাদের কেবল অধঃপতনই হইতেছে। বর্তমান পৃথিবীতে কোন দেশের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের চাইতেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানচর্চা। বাংলাদেশ একটি জনবহুল অথচ আয়তনের তুলনায় ক্ষুদ্র দেশ। তাই এখানকার ব্যাপক উন্নয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানচর্চার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমা মডেল অনুসরণপূর্বক একাধিকবার বিজ্ঞান শিক্ষার সংস্কারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। এ উপলক্ষে নতুন কারিকুলাম তৈরি, সরকারি অর্থে টেক্সট বুক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহারপরও কেন এই হতদশা, তাহা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। শুধু যে বরিশাল বিভাগেই বিজ্ঞান শিক্ষার করুণ দশা তাহাই নহে, সারা দেশেই পাওয়া যাইবে একই চিত্র। অতএব, ইহার সঠিক কারণ নির্ণয়ে প্রয়োজন আরও একাডেমিক গবেষণা ও সেই অনুযায়ী সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ। যে সব স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান ল্যাব আছে অথচ ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট নাই, সেখানে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ দেওয়া জরুরি। বি ও সি ক্যাটাগরির অনেক স্কুল-কলেজে ল্যাবই নাই। ইহাছাড়া ল্যাব থাকিলেও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের মান খুবই নিম্নমুখী। প্রায়শ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঠিকমত হয় না। অতএব, অবকাঠামোগত সংকট দূরিকরণের পাশাপশি একাডেমিক সুপারভিশনও বাড়াইতে হইবে।